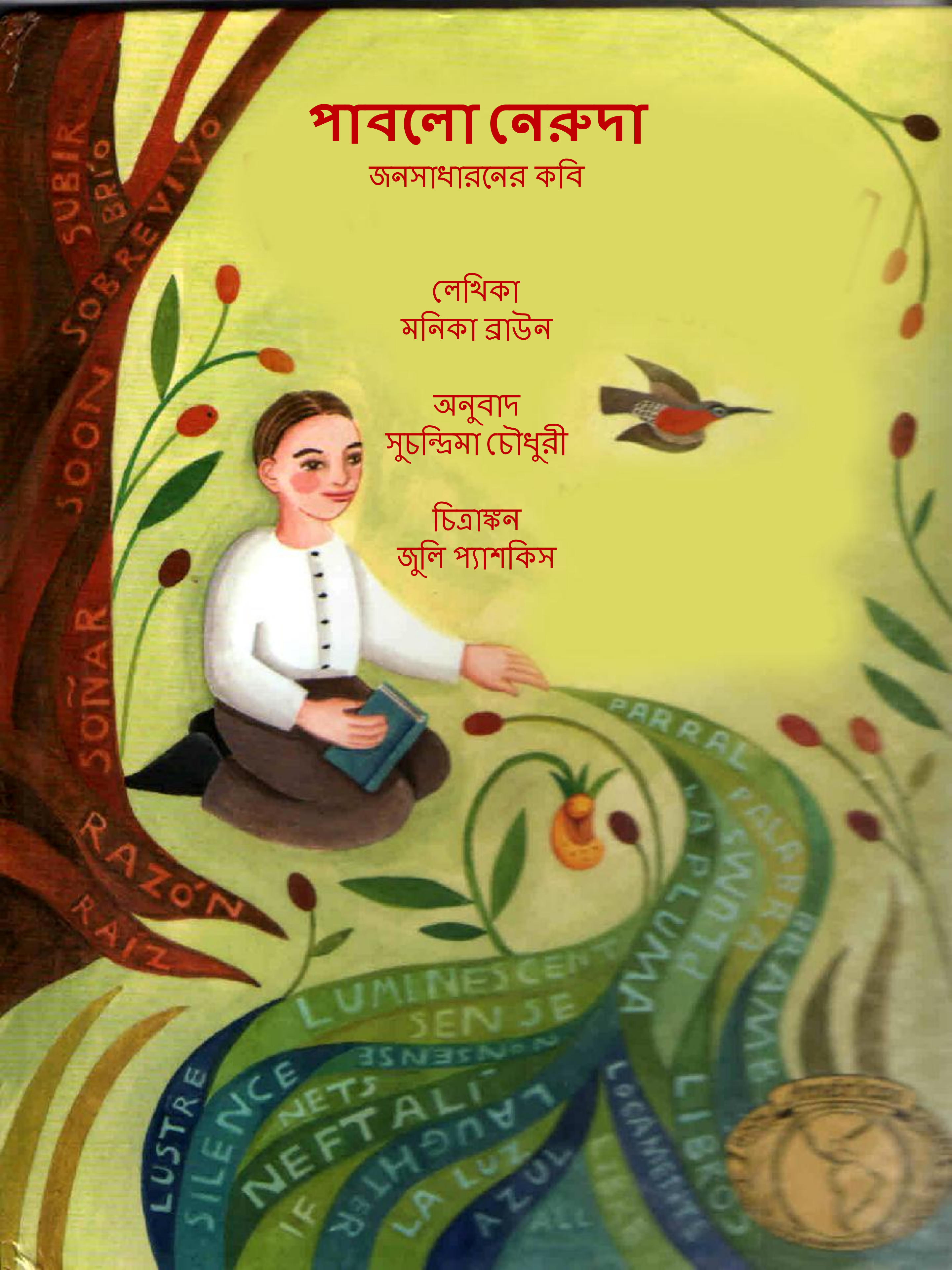
পাবলো নেরুদা

জনসাধারনের কবি

লেখিকা
মনিকা ব্রাউন

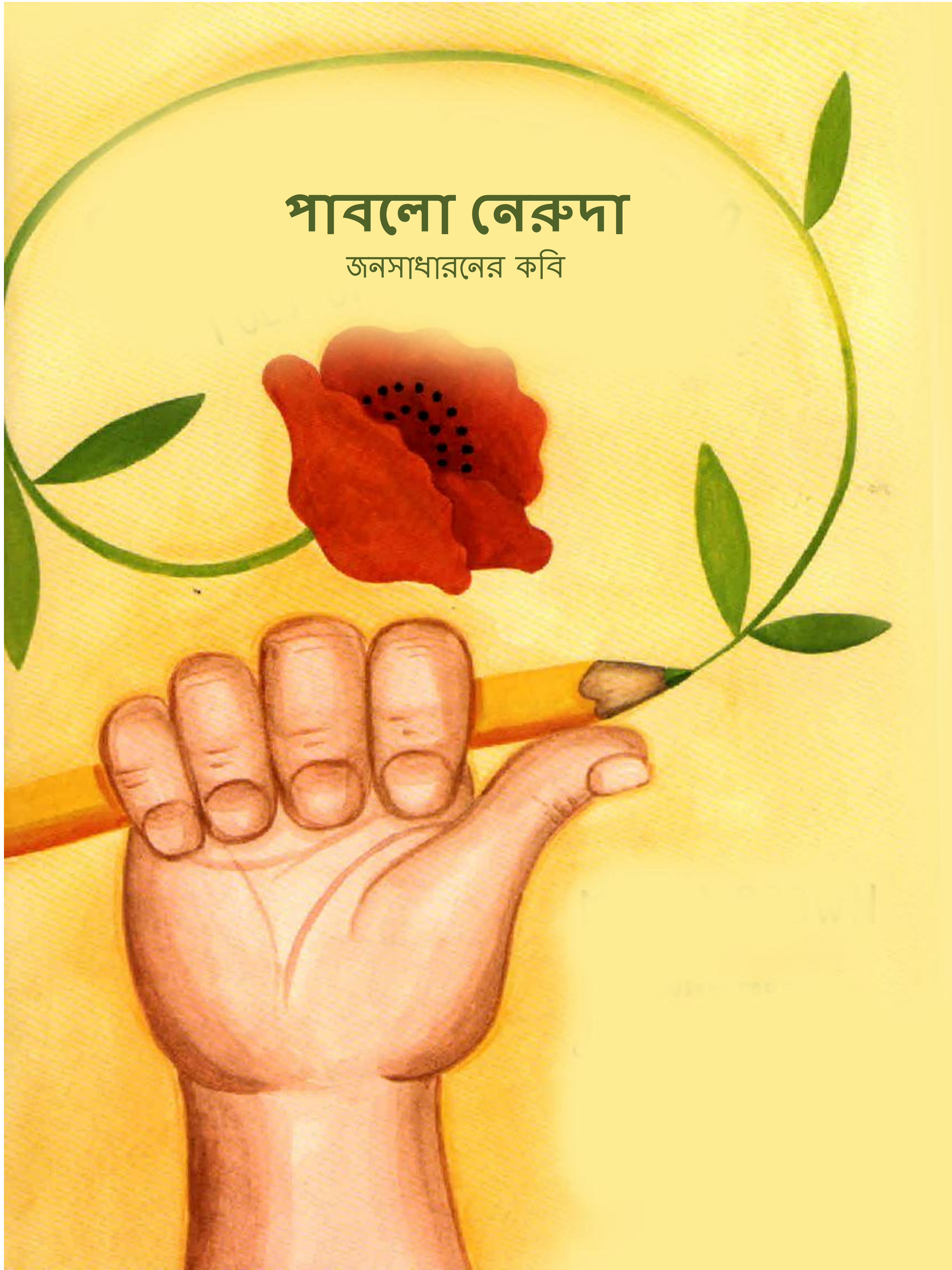
অনুবাদ
সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

চিত্রাঙ্কন
জুলি প্যাশকিস



পাবলো নেরুদা

জনসাধারনের কবি

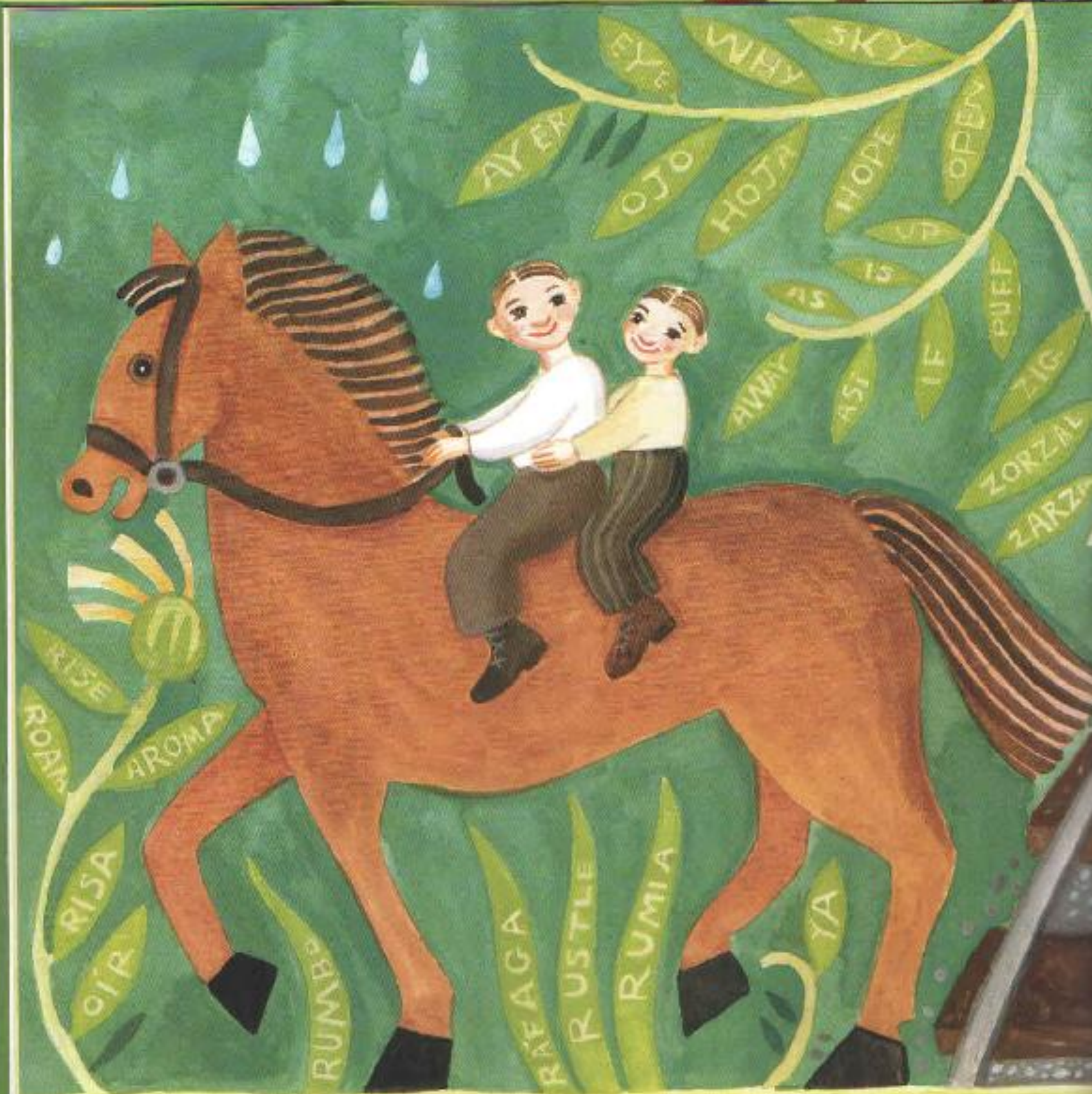




বহু বছর আগে একটি ছোট ছেলে ছিল, যার নাম ছিল নাফতালি। সে বন্য জিনিস ভালবাসত পাগলের মত আর শান্ত জিনিস ভালবাসত নিঃশব্দে।



যবে থেকে সে কথা বলতে শুরু করলো, তবে থেকেই শব্দ তাকে ঘিরে ঘুরপাক খেত , ঠিক চিলিতে তার বাড়ির পাশে নদীটার মতন।

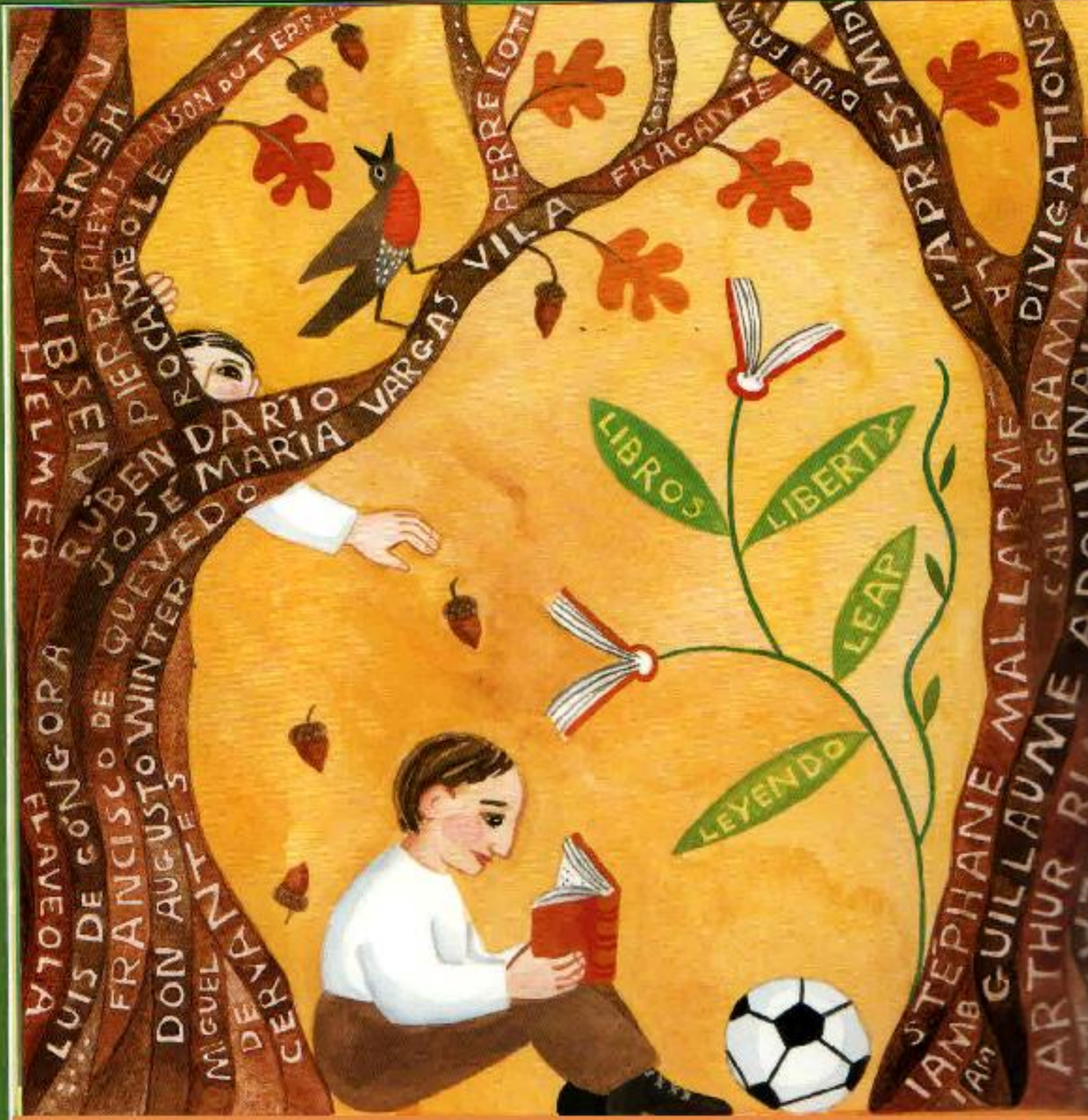


নাফতালি তার বন্ধুদের সাথে বনের মধ্যে খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে, এবং সাঁতার কাটতে ভালবাসত।

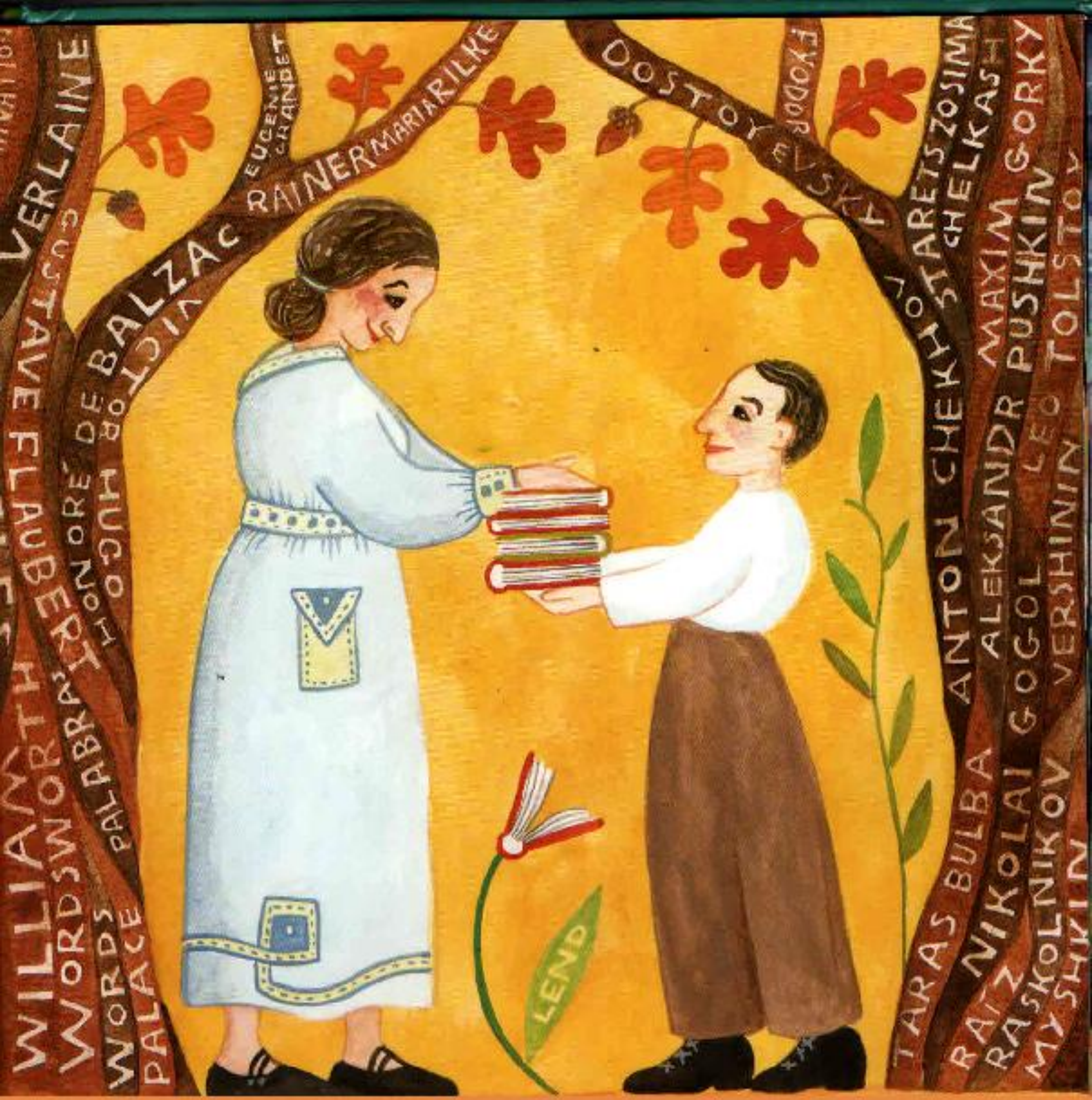
নাফতালির বাবা ছিলেন এক ট্রেন কন্ডাক্টর, আর কখনো কখনো তিনি সাথে করে তাঁর ছেলেকেও নিয়ে যেতেন ট্রেনে।



যখনই ট্রেন থামত, নাফতালি দৌড়ে বনের মধ্যে চলে যেত বোলতা, পাখীর ডিম কিম্বা লম্বা লম্বা ফার্ন গাছ খুঁজতে, যাদের পাতা থেকে চোখের জলের ফোঁটার মত জল ঝড়ত।



নাফতালি তার বন্ধুদের মত খুব ভাল ফুটবল খেলতে পারত না, কিন্তু সে বই পড়তে ভালবাসত আর বইয়ের পাতার ফাঁকেই মজা খুঁজে পেত।



তার একজন খুব প্রিয় শিক্ষিকা গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল তাকে একবার অনেক দারুন সব বই দিয়েছিলেন, আর তারপরই নাফতালি ঠিক করেছিল সে একজন লেখক হবে।

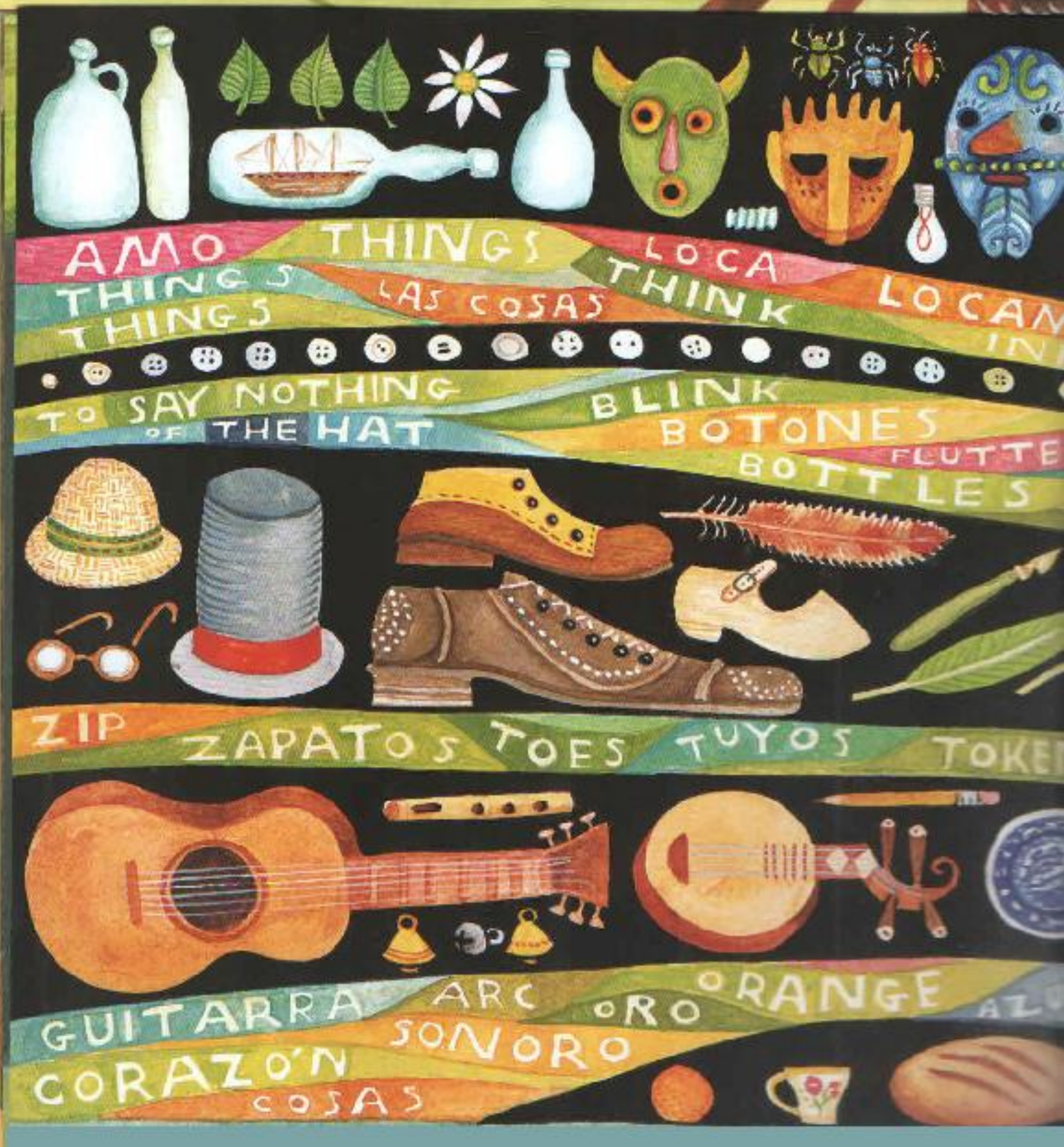


যখন সে কিশোর, নাফতালি তার নাম বদলে করে নিল পাবলো নেরুদা আর সেই নামে কবিতা ছাপাতে শুরু করল।

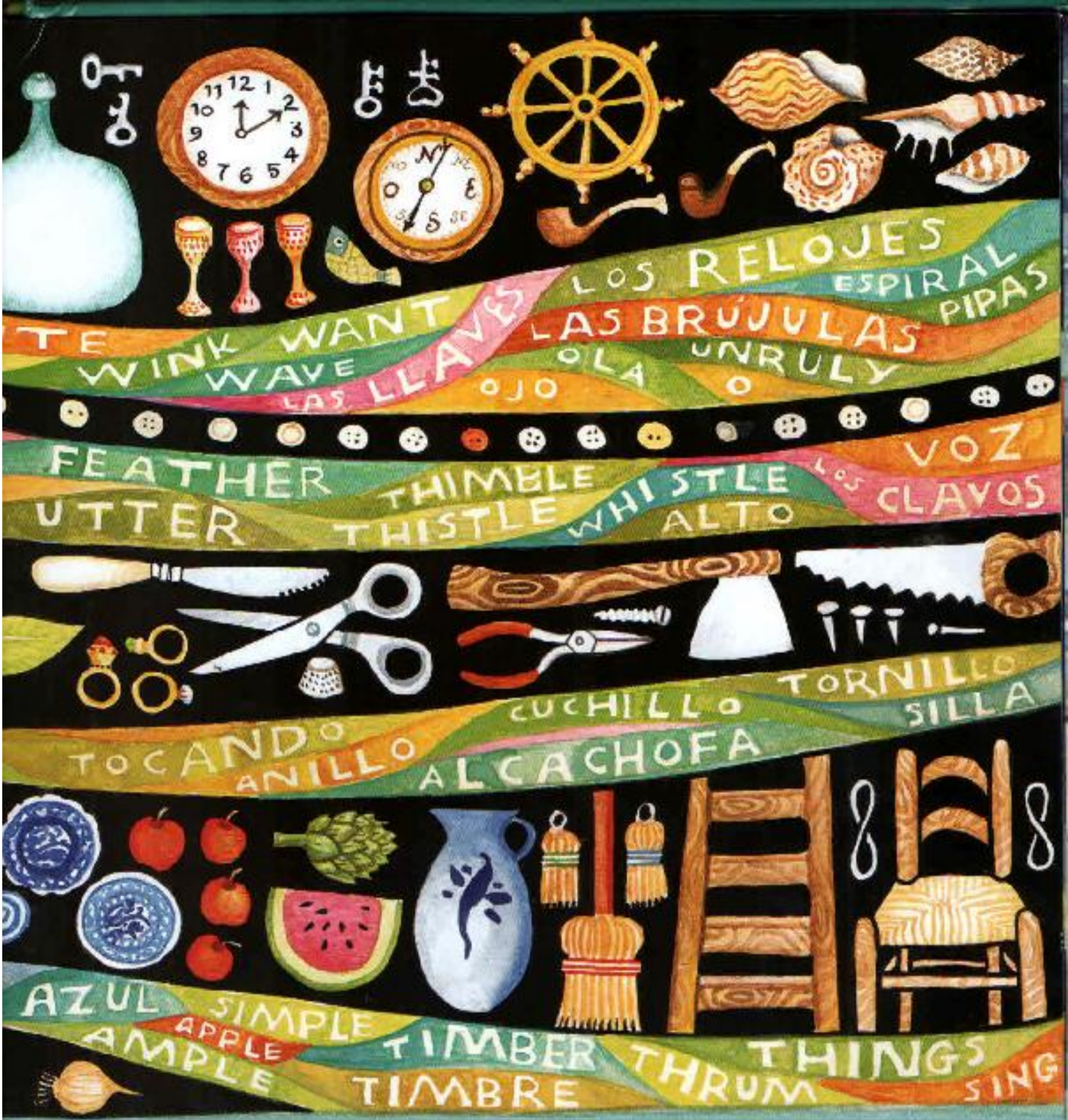
পাবলো সবসময় সবুজ কালিতে লিখতেন- যা ছিল তাঁর প্রানের প্রিয় বনের সেই ফার্ন আর মাটির ঘাসের রঙ।



এরপর একদিন পাবলো সান্টিয়াগো নামের এক বড় শহরে চলে গেলেন। সেখানে তিনি আরও অন্য লেখকদের দেখা পেলেন। পাবলো আর তাঁর বন্ধুরা লম্বা কালো কোট ও টুপি পরে শহরের রাস্তা ধরে হাঁটতেন। তাঁরা বই নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তাঁদের লেখা কবিতা অন্যদের পড়ে শোনাতেন।



পাবলো যেসব জিনিস ভালবাসতেন তাই নিয়েই কবিতা লিখতে শুরু করলেন- তাঁর আর্টিস্ট বন্ধুদের বানানো জিনিস নিয়ে, বাজারে যে জিনিস ভাল লাগত তা নিয়ে এবং যেসব প্রাকৃতিক জিনিস ভাল লাগত তাই নিয়েও লিখতেন।



তিনি কাঁচি , সুঁচ সুতো, চেয়ার এবং আংটি নিয়ে লিখতেন। তিনি বোতাম, পালক, জুতো এবং টুপি নিয়ে লিখতেন। তিনি ভেল্ভেট কাপড় এবং সমুদ্রের রঙ নিয়েও লিখতেন।



পাবলো বৈপরীত্য ভালবাসতেন, তাই তিনি আগুন ও বৃষ্টি এবং বসন্ত ও শরত নিয়ে লিখতেন।

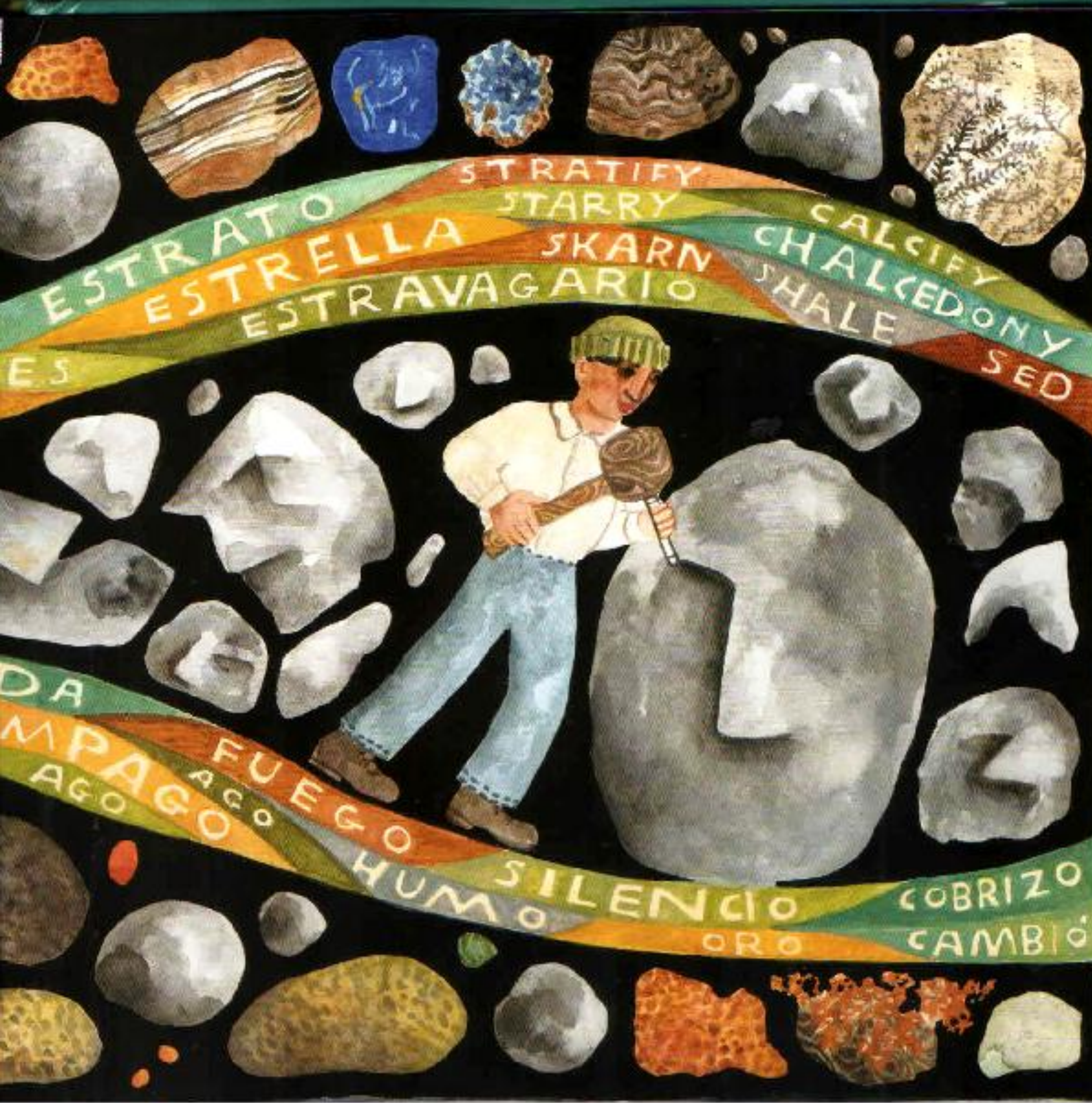


তাঁর বন্ধুদের সাথে এবং পথে চলতে চলতে, পাবলো সুখ ও দুঃখ অনেক দেখেছেন, তাই তিনি সেই নিয়েও লিখতেন।



পাবলো পাথর খুব ভালবাসতেন।

তিনি স্রোতে ভেসে ভেসে সমুদ্রের পাড়ে এসে ঠেকা আর বালি আর নুনে ঘষে ঘষে পালিশ হয়ে যাওয়া পাথর নিয়ে লিখতেন।

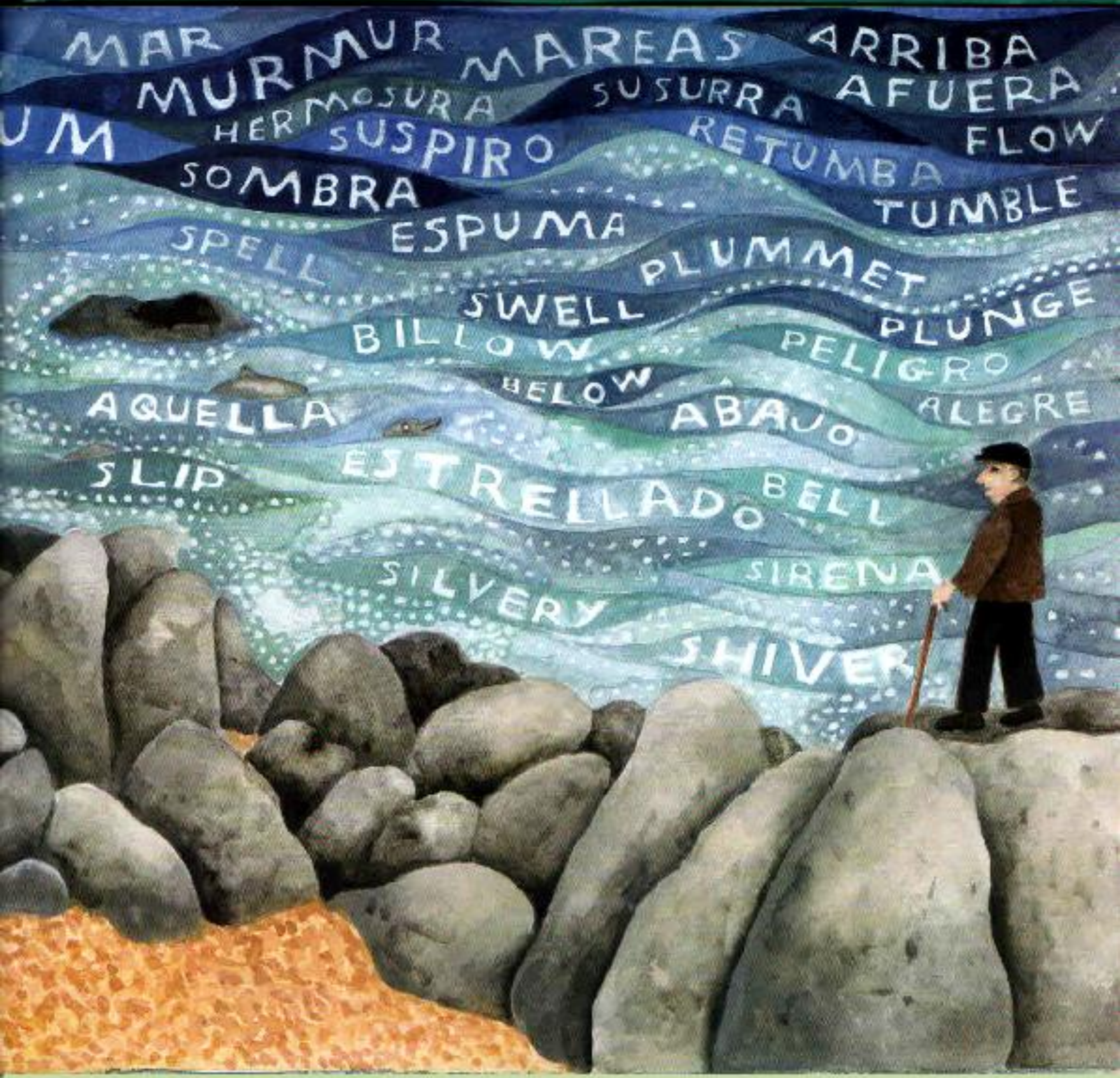


তিনি পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পরা পাথর এবং মূর্তিকারের খোদাই করা পাথর নিয়েও লিখতেন।



পাবলো সমুদ্র এবং তার পাড়ের বালি ভালবাসতেন।

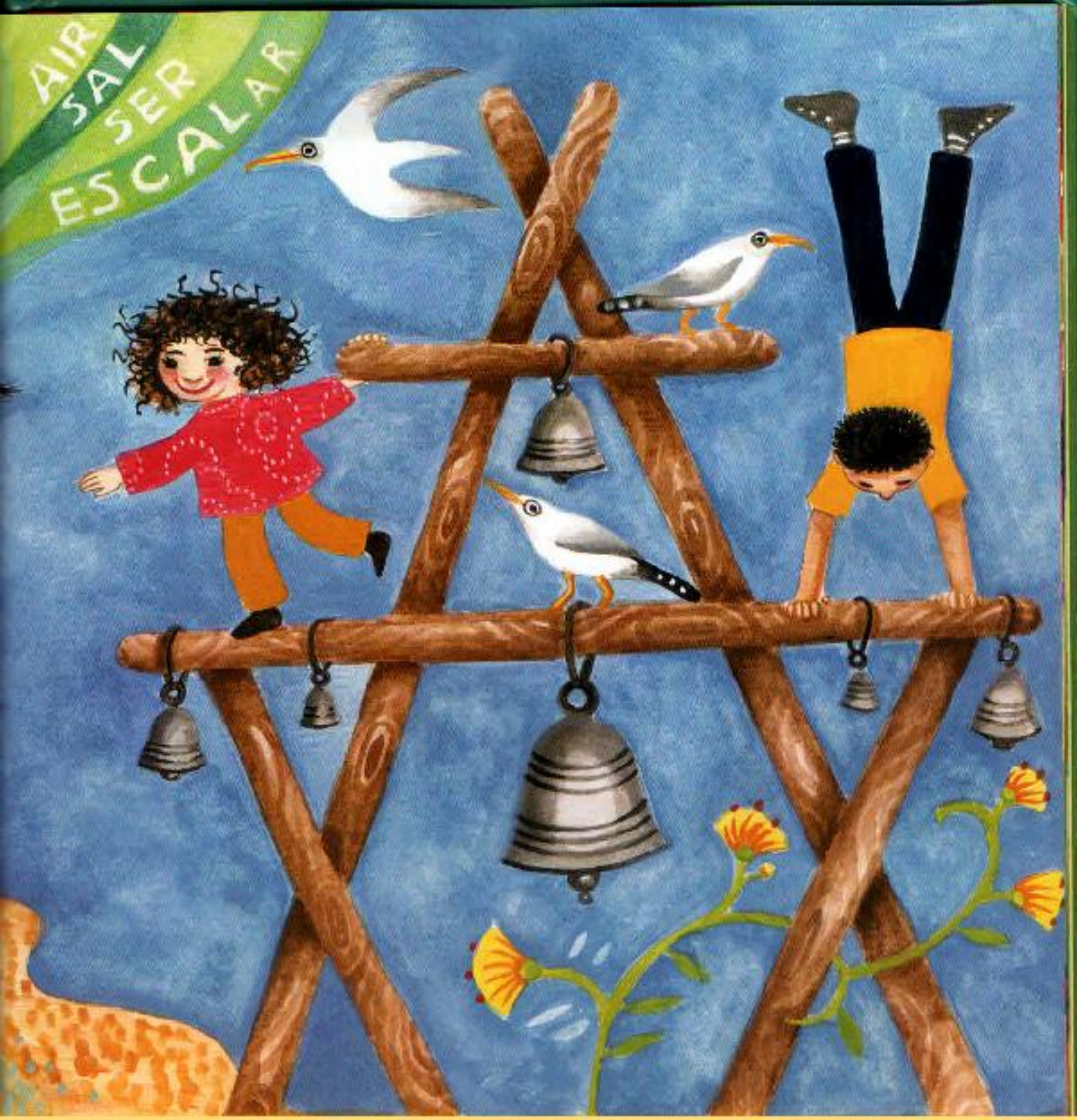
তিনি চিলিতে তার বাড়ির পাশে সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে ভালবাসতেন।



তিনি স্টারফিশ এবং সমুদ্রের আগাছা, লাল কাঁকড়া এবং সবুজ জল দেখতেন। তিনি সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে থাকা ডলফিন এবং পাড়ে আছড়ে পড়া মরচে ধরা নোঙর দেখতেন।



পাবলো সমুদ্রের ফেনায় আর বালিতে লুটপুট হয়ে খেলা করা বাচ্চাদের নিয়ে, তাদের পাথর ডিঙ্গিয়ে চলা ও ঢেউয়ের পিছনে দৌড়ানো নিয়ে লিখতেন।



তিনি চাইতেন চিলির প্রতিটা বাচ্চা যাতে দেশের সব সম্পদ আর আশা ভাগ করে নিতে পারে।



পাবলোর অনেক বাড়ি ছিল। একটি ছিল স্পেনে, অর্ধেক গোলার্ধ দূরে। তাঁর এই বাড়িটি বলা হত ফুলের বাড়ি, কারন এই বাড়ির প্রতিটা কোনা লাল ফুলে মোড়া ছিল।

এই ফুল বাড়িটি সবসময় কুকুর ও নানান বয়সের মানুষে ভরে থাকত।



তার কারন পাবলো সব জিনিস ও সব কিছুর উপরে মানুষ ভালবাসতেন।
পাবলো মা ও বাবাকে, কবিদের ও শিল্পীদের, বাচ্চাদের ও প্রতিবেশীদের, এবং তাঁর অসংখ্য অনুরাগীদের ভালবাসতেন।
তাদের সবার জন্যে তিনি সর্বদা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিতেন।



যখন পাবলো কয়লার কারখানার শ্রমিকদের অল্প টাকার জন্য কঠিন ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করতে দেখলেন, তিনি রাগ ধরে রাখতে পারলেন না। যখন তিনি তাদের শীতে, ক্ষুধায়, ও অসুখে জর্জরিত দেখলেন তিনি তাদের কথা সবাইকে শোনাবেন স্থির করলেন।

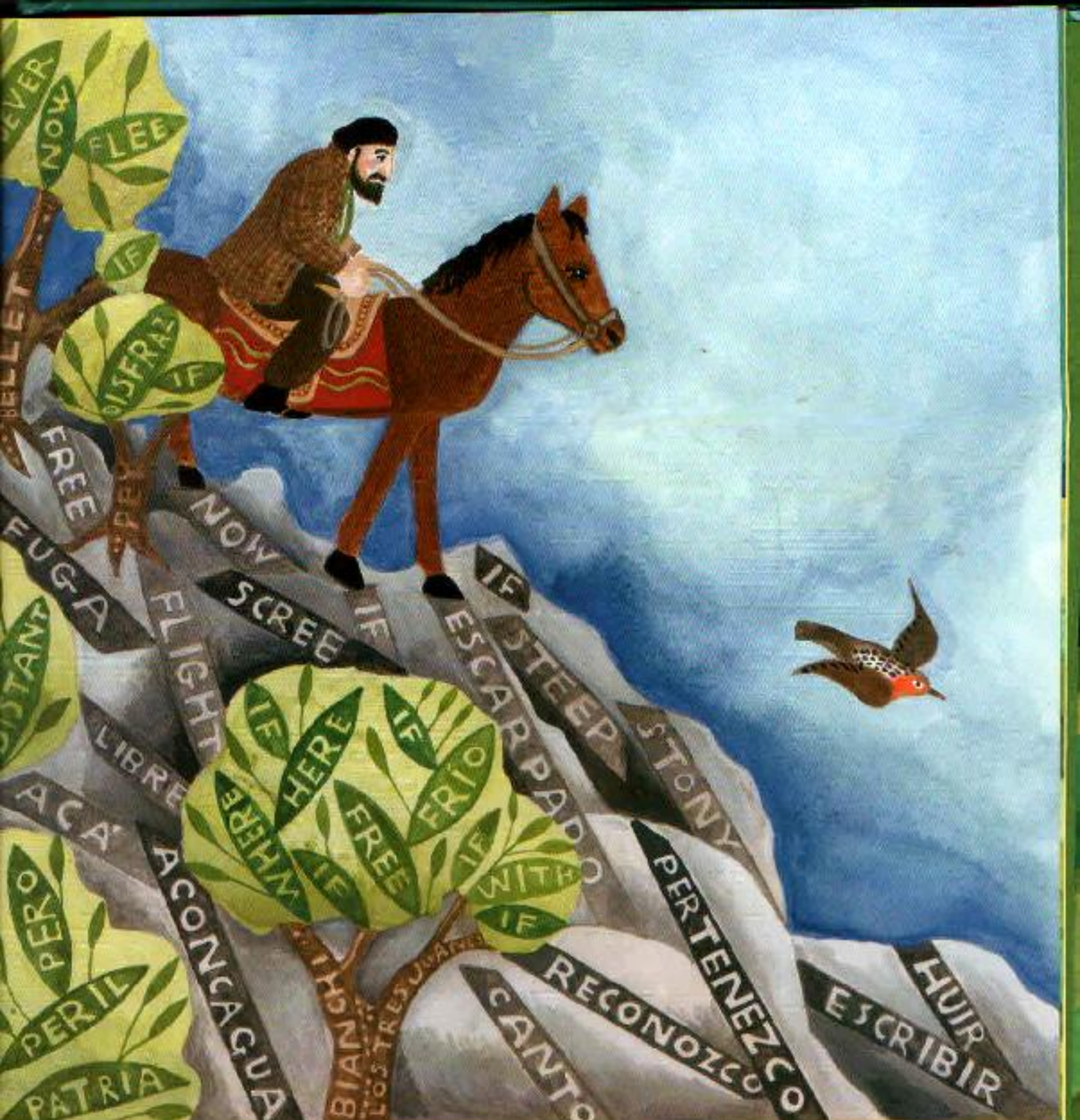


যারা তাদের ন্যায়ের জন্য লড়ছিলেন তাদের সাথে তিনিও যোগ দিলেন এবং যেসব শ্রমিক নিজেদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন তাদের সন্মানে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

যদিও তাঁর কবিতা দেশের নেতাদের রাগিয়ে তুলল, তিনি চুপ করলেন না, কারন তিনি জনসাধারনের কবি ছিলেন।



যখন সৈন্যরা তাকে ধরতে এল, পাবলো তাঁর বন্ধুদের বাড়িতে লুকিয়ে রইলেন ও তারপর ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন চিলির পার্বত্য অঞ্চলে।



পাবলো নেরুদা একজন সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি চিলির মানুষের কথা সারা পৃথিবীকে জানাতে ভয় পাননি।